দৈনিক সংবাদ

09 AUG-1988 কলাম ৮

032

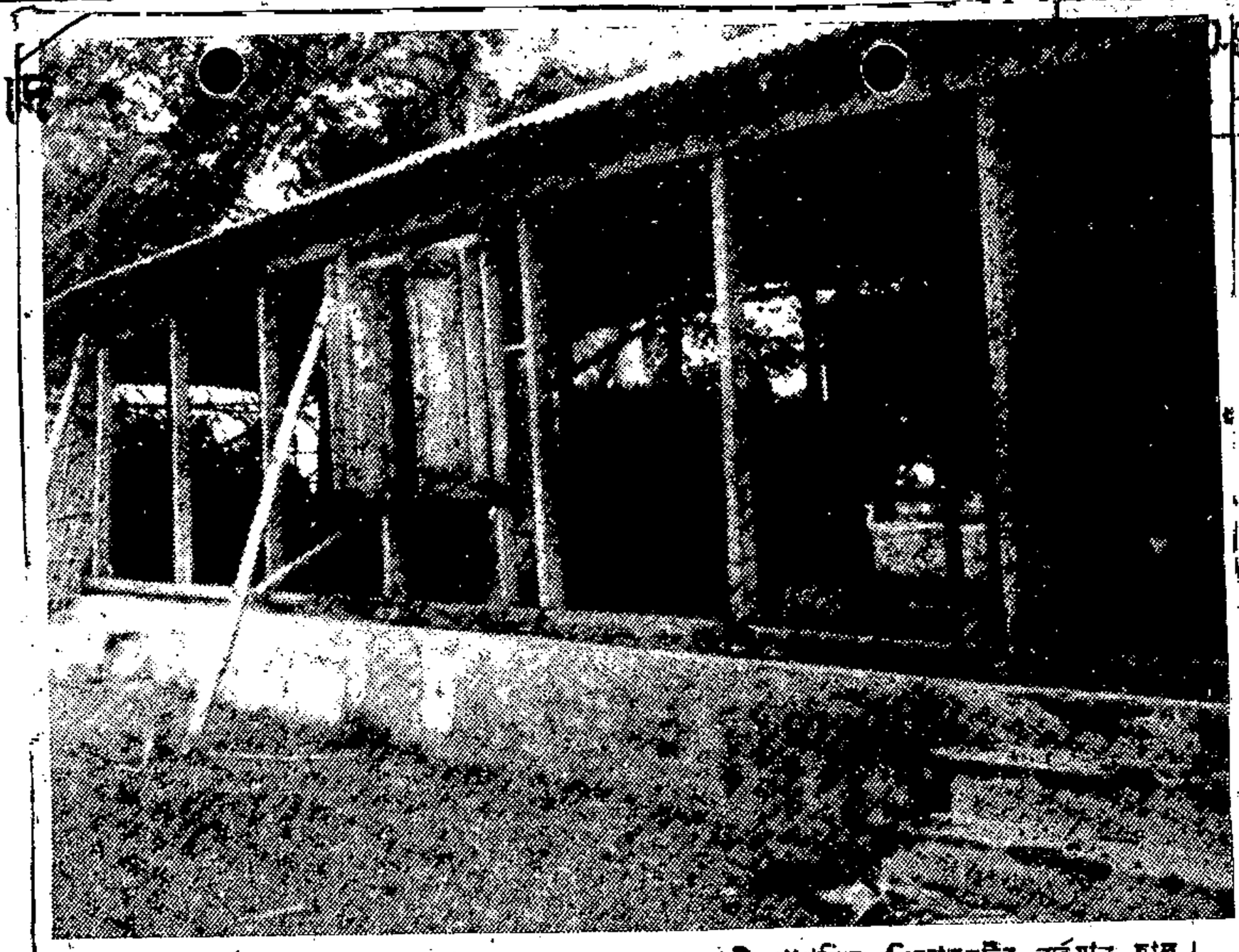

আসবাবপত্রশূন্য বেড়াবিহীন বারইপাড়া গ্রামের বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টির বর্তমান হাল। এখানেই চলে দু'শ'র ওপর ছাত্র ছাত্রীর জ্ঞানার্জনের সাধনা। —সংবাদ

09 AUG 1988

সরকারীকরণ না করায় আর্থিক সংকট

ঝিনাইদহের বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে

ঝিনাইদহ, ৭ই আগষ্ট, (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—গত ২ বছরে ঝিনাইদহ জেলায় ৩৪টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে, ৭৫টি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। দীর্ঘকাল সরকারীকরণ না করায় আর্থিক অনটনেই বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো এক এক করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, বর্তমানে জেলার ছয়টি উপজেলায় বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৫টি। এর মধ্যে শৈলকূপা উপজেলায় ১৮টি, ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় ১৫টি, কালীগঞ্জ উপজেলায় ১২টি, কোট চাঁদপুর উপজেলায় ৭টি, মহেশপুর উপজেলায় ১৭টি এবং হরিণাকুণ্ডু উপজেলায় ৬টি। ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে জেলায় বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১২১টি। গত ২ বছরে ১২টি বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করা হয়েছে, ৩৪টি বিদ্যালয় আর্থিক সংকটের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে, বাকী ৭৫টির মধ্যে বেশীরভাগই বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

জেলার চালু থাকা ৭৫টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন চরম আর্থিক সংকট ও বিভিন্নমুখী সমস্যায় জর্জরিত। বেসরকারী এ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো স্থানীয় জনসাধারণের স্বেচ্ছা প্রণোদিত উদ্যোগ ও আর্থিক সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজেদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর তাগিদেই স্থানীয় জনসাধারণ বিদ্যালয়গুলো চালু করে। কোথাও জনসাধারণের দেয় চাঁদা, আবার কোথাওবা নামমাত্র ছাত্র বেতনের ওপর নির্ভর করে দীর্ঘকাল ধরে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো কোন রকমে টিকে আছে। এর মধ্যে ২০ থেকে ২৫ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ও রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও সরকারীকরণ না করায় বিদ্যালয়গুলো এখন চরম আর্থিক সংকটসহ হাজারো সমস্যায় জর্জরিত। বিদ্যালয় গৃহ বলতে কোনটিতে টিনের চালা, আবার কোনটিতে খড় বা গোলপাতার ছাউনি। কোথাও টিন ফুটো-ভাঙাচোরা, কোথাও খড় বা গোলপাতার ছাউনি দিয়ে পানি পড়ে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতে বিদ্যালয়গুলো ছুটি হয়ে যায়। বেশীরভাগ বিদ্যালয় গৃহেরই ভাঙা-চোরা চাটাই এর বেড়া, কোনটির আবার তাও নেই। চেয়ার-টেবিল বেঞ্চ আলমারীসহ অন্যান্য আসবাবপত্র এবং চক-ডাষ্টার-ব্লাকবোর্ডসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ কোথাও নেই বললেই চলে। বসার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়েই ছাত্রছাত্রীদেরই কেবল বাড়ী থেকে ছালা বা মাদুর নিয়ে আসতে হয়, অনেক বিদ্যালয়েই শিক্ষকদেরকেও বাড়ী থেকে বসার চেয়ার নিয়ে আসতে হয়। সংকট আর সমস্যার কারণে বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়ার পরিবেশ নেই। ফলে ৭৫টি বেসরকারী প্রাথমিক বিধদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ২০ হাজারের ওপর ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া কেবল বিঘ্নিতই হচ্ছে না, একের পর এক বিদ্যালয়গুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের লেখাপড়ার ভবিষ্যতও অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

অন্যদিকে জেলার ৭৫টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩শ' এর ওপর প্রাথমিক শিক্ষক চরম আর্থিক অনটনে পরিবার-পরিজন নিয়ে দুর্বিষহ জীবন যাপন করছেন।